পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

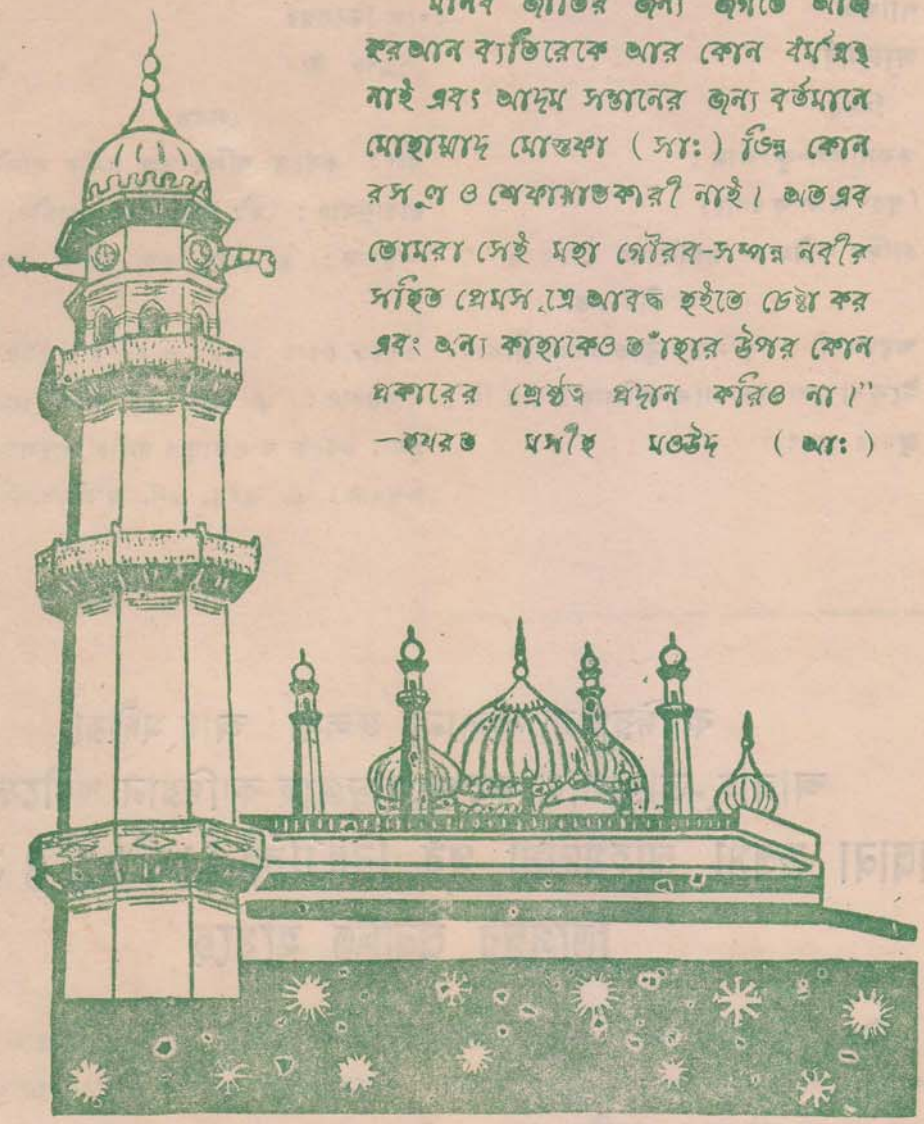

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৫ই পৌষ, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং : ৩০শে মহররম, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : (সূরা আল-কওসার)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'মজলিসের আদব ও সাথীর হক'	অনুবাদ : এ. এইচ এম. আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃতবাণী : 'দুনিয়ার বুকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং উহা লাভ করিবার উপায় কি ?	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : এ. এইচ এম. আলী আনওয়ার	৬
০ জুমার খোৎবা	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১০

কাদিয়ানে সালানা জলসা আহ্‌মদীয়া আল্লাহ্‌-তায়ালার অশেষ অনুগ্রহে কাদিয়ান শরীফে

সালানা জলসা আহমদীয়া পূর্ব নির্ধারিত ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে

চট্টগ্রাম জামাতের জনাব ফরিদ সাহেব ও মিসেস ফরিদ সাহেবা কাদিয়ান শরীফের জলসায় যোগদান করে ফিরে এসেছেন। তাঁর বর্ণনামতে এ বৎসরের জলসা আল্লাহ্‌-তায়ালার অশেষ রহমতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন দিনে এই পবিত্র জলসায় প্রায় ৩ হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র, জার্মানী, যুক্তরাজ্য (ইংলণ্ড), নাইজেরিয়া, ঘানা, মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েসিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ হইতে ২০০ ব্যক্তি বর্গ যোগদান করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ২০ জন মহিলা ও শিশু ছিলেন। জলসার বিস্তারিত বিবরণ, ইনশাঅল্লাহ, পরে জানানো হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৫ই পৌষ, ১৩৮৫ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং : ৩০শে মহররম, ১৩৯৯ হিজরী

'তফসীরে কোরআন'—

সূরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

فصل لربك وانحر "অতএব তুমি (তাহার শুকরিয়াতে) স্বীয় রবের (বহুল পরিমাণে) এবাদত কর এবং তাহারই জন্য কুরবানী কর।"

(১) সালাত শব্দের অর্থ নামাযও হয় এবং দোওয়াও হয়। ফা-যুক্ত শব্দের মধ্যে 'ফা' শব্দের অর্থ "এবং" ও হয় এবং "অতএব" ও হয়। এখানে 'ফা' অতএব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে যে তোমাকে 'কওসার' দান করা হইয়াছে, অতএব তুমি নামায পড় এবং কুরবানী দাও। অথবা তুমি দোওয়া কর এবং কুরবানী কর।

(২) نحر শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ হয়। (ক) লোকে বলে نحر الصلوة ملا صافى و تقدما অর্থাৎ "সে নামাযের সময়ের প্রারম্ভেই নামায আদায় করিয়াছে।" প্রত্যেক নামাযের সময়ের দুইটি প্রান্ত আছে। একটি হইল প্রারম্ভ এবং অপ টি শেষ প্রান্ত। যেমন—যোহরের নামায মাথার উপর হইতে সূর্য ঢলার পর কয়েক মিনিটের মধ্যে যোহরের নামাযের সময় হইয়া যায়। এবং যতক্ষন পর্যন্ত না ছায়া দেড়গুণ হইয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে। ইহার পর আসরের নামাযের সময় আরম্ভ হয় এবং রৌদ্র হলদে না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মগরবের নামাযের সময় আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না গোধূলীর আলো মিলাইয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মগরবের নামাযের সময় থাকে। অতঃপর এশার নামায আরম্ভ হয়। কতকজনের মতে এশার নামাযের সময় রাত্রি সাড়ে বারটা পর্যন্ত এবং কতকজনের মতে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। উষার আলো প্রকাশিত হওয়ার সময় হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামাযের সময়। সুতরাং প্রত্যেক নামাযের সময়ের একটা আরম্ভ আছে এবং আর একটা শেষ সীমারেখা

আছে। ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে যে, নামাযের প্রকৃত সময় গোড়ায় দিকে অথবা অন্তর্বর্তী সময়ে অথবা গোড়ার দিকেই প্রকৃত সময় এবং তাহার পরে নামায কাজা গণ্য হয়। কতক ফকীহের মত এই যে, আসল নামায সময়ের প্রথম দিকে এবং ইহার পর যত দেরী হইতে থাকিবে কাজা চলিতে থাকিবে। ইহার পর আর এক নামাযের সময় আসিলে আর কাজাও চলিবে না। কতক ফকীহের মত এই যে, প্রথম সময়ে নামায পড়িয়া লওয়া শ্রেয়। কিন্তু ইহাই যে আসল সময় তাহা নহে। নামাযের সময় সীমার মধ্যে যে কোন সময়ে নামায পড়িলে বিধি সম্মত হইবে, কাজা হইবে না। যাঁহাদের মতে গোড়ার দিকে নামাযের আসল সময়, তাঁহাদের মতে এই সময়ের মেয়াদ ১৫ মিনিট। কোন ব্যক্তি যদি এই সময়টুকুর মধ্যে নামায না পড়িয়া মারা যায়, তাহা হইলে সে নামায পরিত্যাগকারী বলিয়া গণ্য হইবে। যেহেতু সে নামাযের সময় পাইয়াছিল, অথচ নামায পড়ে নাই, সেই জন্য সে অপরাধী হইবে। পক্ষান্তরে যাহাদের অভিমত এই যে, শেষ সীমা পর্যন্ত নামায পড়া যায়, তাহাদের মতে পড়া যায়। তাহাদের মতে, যেহেতু তাহার মৃত্যুর পর নামায পড়ার জন্য আরও সময় বাকী ছিল, অতএব সে অপরাধী হইবে না। হযরত রসূল করীম সাঃ)-এর সুন্নত হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক নামাযের আগাগোড়া সকল সময়কেই তিনি নামাযের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন। কারণ হাদীস হইতে দেখা যায় যে আঁ-হযরত (সাঃ) কোন কোন সময়ে জানিয়া শুনিয়া শেষ সময়ে নামায পড়িয়াছেন। কোন সাহাবীর জন্য ইহা সম্ভব ছিল না যে, নামাযের দেরী দেখিয়া মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়া পৃথক একা নামায আদায় করেন। এরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়া সকলকে বিলম্ব করিতে হইত। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি কোন সাহাবী নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার প্রথম ১৫ মিনিটের পরে মারা যাইতেন, তাহা হইলে কি তিনি পাপী হইতেন? ইহা হইলে দোষ নউযুবিল্লাহ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর গিয়া বর্তায়। তিনি যথা সময়ে নামাযে না দাঁড়ানোর কারণে, সেই সাহাবী নামায পড়িয়া মরিতে পারেন নাই। সুতরাং এইরূপ অভিমত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত এবং মানব আক্কেলের খেলাফ। বস্তুতঃ নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সীমা রেখার মধ্যে সব সময়ই নামাযের আসল সময়। কেহ বিলম্বে নামায পড়িলে অপরাধী হইবে না। অবশ্য প্রথম সময়ে নামায পড়া শ্রেয়। ইহাতে বেশী বরকত আছে। অতএব فصل لربك وانحر আয়াতের অর্থ এই যে, (১) তুমি তোমার রবের সমক্ষে নামায পড় এবং প্রথম সময়ে পড়, (২) نحر এর দ্বিতীয় অর্থ হইল— وضع يمينه على شماله "সে আপন ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিল নামায পড়ার সময় আমরা যেরূপ হাত বাঁধি উহাকে نحر বলে। ওহাবী ও সুন্নি পন্থার যে কোন পন্থায় হাত বাঁধা যাউক, উহাকে نحر বলে। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হইবে, "তুমি ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখিয়া নামায পড়।

(৩) ঘাড়ের নিম্নদেশে হইতে বক্ষ দেশের উপর অংশকে نحر বলে। এই অর্থ ধরিলে نحر শব্দের অর্থ হইবে : "তুমি বক্ষদেশের উপরিভাগ স্পর্শ করিয়া উহার নিকট হস্ত রক্ষা কর। কতক মোহাদ্দেসীন বলিয়া থাকেন যে, মোহাদ্দেসগণ যেভাবে নামাযের মধ্যে হাত রাখেন একমাত্র সেইভাবে হাত রাখাই বিধেয়। এইরূপ যুক্তি একেবারে খেলো। আমরাও আহলে হাদীসগণের ন্যায় বুকের উপর হাত রাখিয়া নামায পড়ি উহা এই জন্য যে অধিকাংশ হাদীস দ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ) কর্তৃক এইরূপে হাত বাঁধা সাব্যস্ত আছে। আমরা এই জন্য বুকে হাত রাখি না যে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইতে যে যুক্তি বাহির করা হইয়াছে উহা একমাত্র সঠিক বলিয়া। এই প্রকারের যুক্তি সত্যকে দৃঢ়তর করে না। বরং ইহা এক হাস্যকর ব্যাপার হইয়া পড়ে।

(৪) نحر এর এক অর্থ হইল ازاء القبلة — انتصب ينحره অর্থাৎ "সে কেবলামুখী হইয়া খাড়া হইয়া গেল।"

(৫) এই শব্দের পঞ্চম অর্থ হইল انتصب و لم يلو صدره অর্থাৎ "সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল এবং এদিক ও দিক তাকাইল না।

উপরুক্ত অর্থগুলি হইতে فصل لربك وانحر আয়াতের অর্থ হইবে 'তুমি সদা করুণাশীল তোমার রবের জন্য নামায পড় প্রথম সময়ে পড়, হাত বাঁধিয়া পড়, কেবলা মুখী হইয়া পড়, এদিক ওদিক তাকাইও না, তুমি স্বীয় রবের উপর স্থির বিশ্বাস, ভরসা ও আস্থা রাখিয়া দোওয়া কর।"

উপরুক্ত অর্থ ছাড়া نحر শব্দের অর্থ উট কুরবাণী করাও হয়। ইহা এই জন্য যে, উটকে যবেহ করার পূর্ব হত্যাকারী তাহার গর্দানের নিম্ন এমনভাবে বর্শাঘাত করে যে, সহসা তাহার শাহরগ কাটিয়া রক্ত প্রবাহিত হয় এবং উট বেহুশ হইয়া পড়িয়া যায়। অতঃপর উহাকে যবেহ করা হয়। যেহেতু এই শব্দ উট বা উট অপেক্ষা বড় জীবকে যবেহ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, সেই জন্য نحر শব্দের অর্থ হইবে, "তুমি বড় কুরবাণী কর।" জেব্রার মত বড় জীবের কুরবাণীর জন্যও نحر শব্দ ব্যবহার হইবে। কিন্তু গরু ছাগলের জন্য نحر শব্দ ব্যবহার হইবে না। (ক্রমশঃ)

সেই জ্যোতিতে আমি আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি।।
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই।।

[উর্দু হুরে সমীন]

হাদিস শরীফ

৪৩। মজলিসের আদব ও সাথীর হক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৭৯। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের মধ্যে কেহ অন্য কাহাকেও তাহার স্থান হইতে এই উদ্দেশ্যে উঠাইবে না যে, সে যেন নিজে সেখানে বসিতে পারে। প্রশস্ত-অন্তঃকরণ হইবে এবং খুলিয়া বসিবে। এইজন্য হযরত ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র রীতি ছিল যখন কেহ তিনি বসিবার জন্য তাহার স্থান হইতে উঠিত, তিনি তাহার স্থানে বসিতেন না।" ['বুখারী কেতাবুল ই স্তযান, বাবু ইয়া কিলা লাহুম তাফস্-সাহু ফিল-মাজালিস ; ২ : ৯২৮ পৃঃ]

২৮০। হযরত অবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যখন কোন ব্যক্তি কোন জলসাগাহ্ বা মসজিদ প্রভৃতি হইতে কোনো প্রয়োজনে তাহার স্থান হইতে উঠে, ফিরিয়া আসার পর সে ঐ স্থানের অধিকতর হকদার।" ['মুসলিম, কেতাবুল সালাম ইযাকামা মিন মাজলিসিহ সুম্মা আদা ফাহুয়া আহাক্কুবিহ]

২৮১। হযরত ইবনে মাসয়ুদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন তোমরা তিন জন থাক, তোমাদের মধ্যে দুই জন পৃথকে কানে কানে কথা বলিবে না, যে পর্যন্ত অন্য লোকদের সঙ্গে মিশ্রিত না হইয়া পড়। কারণ ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি এই বলিয়া দুঃখিত হইতে পারে যে, জানি না তাহারা তাহার নিকট কি বিষয় গোপন করিয়াছে।" ('মুসলিম ; কেতাবুস্সালাম, বাবু তহরীমু মুনা-তুল-ইস্নাইনে, দুনাস-সালেসে বেগাইরে রিযহ ; ২-২ : ১৩ পৃঃ)

২৮২। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন, কাঁচা পিয়াজ খাইয়াছে, সে আমাদের হইতে এবং আমাদের মসজিদ হইতে পৃথক থাকিবে। অর্থাৎ এই সব দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষ খাইয়া মজলিস বা জন সংঘে আসিবে না। মুসলিমের রেওয়াতে আছে যে, যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন, কাঁচা পিয়াজ বা 'কুরাস' নামক দুর্গন্ধযুক্ত শাক খাইয়াছে, সে আমাদের মসজিদের কাছেও আসিবে না। কারণ, যে জিনিষের দুর্গন্ধ মানুষ পায়, তদ্দ্বারা ফেরেস্তাও কষ্ট অনুভব করেন।

['বুখারী; 'কেতাবুল, আৎয়েমাহ, বাবু মা ইয়াকরুহু মিনাস সুমে, ২৮ : ২০ পৃঃ, মুসলিম ১-১ : ২১০পৃঃ)

২৮৩। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল তাঁহার হাঁচি আসিলে তিনি তাঁহার হাত বা কাপড় মুখের সামনে রাখিতেন এবং যথা সম্ভব শব্দ থামাইতেন।

(তিরমিযি: কেতাবুল ইস্তেযান, বাবু কি খাফায়াস্ সাউতাহু ওয়া তথামিরুল উজুহ, ২ : ৯৯ পৃঃ)

২৮৪। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"যখন তোমাদের কাহারো হাঁচি আসে, তখন 'আল্হামদু লিল্লাহ' বলিবে এবং তাহার ভাই, যে ইহা শোনে ইহার প্রত্যুত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (অর্থাৎ, 'আল্লাহতায়ালা তোমার প্রতি রহম করুন') বলিবে এবং যখন সেই হাঁচি দাতা এই উত্তর শোনে, তখন সে বলিবে, 'ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইয়ুসলেহু বালাকুম'—অর্থাৎ, 'আল্লাহতায়ালা তোমাকে হেদায়েত দিন এবং তোমার অবস্থা ভাল করুন।'

('বুখারী: কেতাবুল আদব, বাবু ইয়া আতাশা কাইফা কাইফা ইয়াসমেতু, ২:৯১৯পৃঃ

২৮৫। হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরতের (সাঃ সম্মুখে ইহুদী জানিয়া শোনিয়া হাঁচি দিত, যেন তাহাদের জন্য তিনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ ('আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন') বলেন। কিন্তু হুযুর (সাঃ) তখন বলিতেন : 'ইহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইয়ুসলেহ বালোকুম"—(অর্থাৎ, আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে হেদায়েত দিন এবং তোমাদের ইসলাহ করেন।"

('তিরমিযি: কেতাবু ইস্তযান, বাবু ইয়সামুতুল আতেশ, ২:০৮পৃঃ)

২৮৬। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'যে ব্যক্তি এমন কোনো মজলিসে বসা থাকে, যেখানে বৃথা নিরর্থক কথাবার্তা চলিতেছে, এবং সে ঐ মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বে এই দোয়া করে :

'আল্লাহ আমার, তুমি পবিত্র। তোমার 'হাম্দ'—তোমার প্রশংসা স্তব সহ আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ছাড়া অন্য কোন 'মাবুদ'—উপাস্য, আরাধ্য অর্চনীয়—নাই। তোমার নিকট মাগফেরত (ক্ষমা ও পুণ্যের তৌফিক) চাহিতেছি এবং তোমার দিকে ঝুঁকিতেছি।'

তবে, আল্লাহতায়ালা তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, যাহা ঐ মজলিসে বৃথা, নিরর্থক কথায় যোগদানের ফলে সে করিয়াছিল।"

('তিরমিযি' 'কেতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা ইয়ুকালু ইযা কামা মিন মজলিসে; ২ : ১৮১ পৃ.)

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

দুনিয়ার বুকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং উহা লাভ করিবার উপায় কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই : নানা প্রকৃতির মানুষ তাহাদের অদূরদর্শিতা বা চিত্তের সঙ্কীর্ণতা বা ভীরুতা বশতঃ তাহাদের জীবনের জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য নির্বাচন করে এবং সেই উদ্দেশ্য পার্থিব আকাঙ্খা ও বাসনা পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকিয়া যায়। কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহার পবিত্র কালামে তাহার জীবনের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٥ (الذريات : ٥٧)

অর্থাৎ, "আমি মানুষ ও জীন (ছোট ও বড় মানুষ) শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা যেন আমাকে চেনে এবং আমার উপাসনা করে। সুতরাং এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্‌র উপাসনা করা, তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা ও তাঁহার হইয়া যাওয়া।"

ইহা জানা কথা, মানুষের সাধ্য নাই যে, সে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য নিজ ক্ষমতায় স্থির করিয়া লয় কারণ মানুষ নিজ ইচ্ছায় আসেও নাই এবং যাইবেও না। বরং সে এক সৃষ্ট জীব। যিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সব প্রাণী অপেক্ষা উত্তম ও উৎকৃষ্ট শক্তি তাহাকে দিয়াছেন, তিনি তাহার জীবনের এক উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মানুষ এই উদ্দেশ্য বুঝুক বা না বুঝুক কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মানুষ খোদার উপাসনা, খোদার তত্ত্ব জ্ঞান লাভ ও খোদার মধ্যে বিলীন হওয়া। আল্লাহ্-তায়ালা কুরআন শরীফে অন্য এক স্থানে বলেন :

ان الدين عند الله الاسلام - (ال امران : ٢)

فطرت الله التى فطر الناس عليها . ذلك الدين القيم ٥ الروم : ٣٠-٣١)

অর্থাৎ, "যে ধর্মে খোদার তত্ত্বজ্ঞান বিশুদ্ধ এবং তাঁহার এবাদত সর্বোৎকৃষ্ট উহাই ইসলাম। খোদা মানুষকে ইসলামের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইসলামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।" অর্থাৎ, তিনি ইহা চাহিয়াছেন যে, মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহার উপাসনায়, আজ্ঞাপালনে ও প্রেমে নিমগ্ন হউক। এই জন্যই সেই সর্বশক্তিমান, দয়াল দাতা মানুষকে ইসলামোপযোগী যাবতীয় শক্তি দিয়াছেন।

এই আয়াত গুলির ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। আমরা ইহার ব্যাখ্যা কতকটা প্রথম প্রশ্নের তৃতীয় অংশেও লিখিয়াছি। কিন্তু এখন আমরা সংক্ষেপে শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, মানুষকে

যতগুলি অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহিরেন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে বা তাহাকে যে সকল শক্তি দেওয়া হইয়াছে, ঐ গুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল খোদার মারেফত লাভ, খোদার উপাসনা ও খোদার প্রেম। এই কারণেই মানুষ পৃথিবীতে সহস্র সহস্র রকমের কারবার অবলম্বন করিয়াও খোদা ছাড়া প্রকৃত সুখ কিছুতেই পায় না। বড় ধনপতি হইয়া, বড় পদ লাভ করিয়া, বড় ব্যবসায়ী হইয়া, বড় বাদশাহী পর্যন্ত পাইয়া, বড় দার্শনিক বলিয়া অভিহিত হইয়াও সে পরিশেষে এই সমুদয় পার্থিব বন্ধন ছাড়িয়া সীমাহীন হতাশা ও আক্ষেপ লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। সর্বদা তাহার হৃদয় তাহাকে সংসারে ডুবিয়া থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে থাকে। তাহার চালবাজী, ধোকাবাজী এবং অবৈধ্য কর্মে তাহার বিবেক কখনও তাহার সহিত একমত হয় না। বুদ্ধিমান মানুষ এই বিষয়টি এই প্রকারেও বুঝিতে পারে যে, যে প্রাণী তাহার শক্তির দ্বারা কোন উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ম সাধন করিতে পারে, তারপর আর অগ্রসর হইতে পারে না, সেই সর্বোচ্চ কর্মই তাহার সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, গরু মহিষের কাজ উত্তম হইতে উত্তম চাষ, পানি সেচন বা ভার বহণ করা। ইহার অধিক তাহার শক্তি কিছুই প্রমাণিত হয় না। সুতরাং গো-মহিষের শক্তি এই তিন জিনিষ। ইহার অধিক কোন শক্তি তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা যখন মানুষের শক্তি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহার যত শক্তি আছে, তন্মধ্যে সর্বোচ শক্তি কি, তখন ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মহান ও পরাৎপর খোদার অন্বেষণ তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। এমন কি, সে চাহে যে, খোদার প্রেমে সে এমন বিভোর ও বিলীন হয় যেন তাহার নিজের বলিতে কিছুই না থাকে, সবই যেন খোদার হইয়া যায়। পানাহার নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ব্যাপারে অন্য প্রাণীরা তাহার সহিত বড় রকমের অংশীদার। শিল্প কাজে কোন কোন প্রাণী তাহার চাইতে অনেক অগ্রসর। যেমন, মধুমক্ষিকারা প্রত্যেক ফুল হইতে সারসত্ব আহরণ করিয়া এমন সুন্দর মধু তৈরী করে যে, আজও মানুষ এই শিল্পে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, মানুষের বড় কামাল হইল খোদামিলন। সুতরাং তাহার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, খোদার দিকে যেন তাহার হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যায়।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করার উপায়:

অবশ্য, যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, এই উদ্দেশ্য কেমন করিয়া কিভাবে অর্জন করা যায় এবং কি কি উপায়ে মানুষ ইহা পাইতে পারে, তবে জানা আবশ্যক যে, সর্বাপেক্ষা বড় উপায় যাহা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির শর্ত, তাহা হইল খোদাতায়ালাকে ঠিকরূপে চিনিতে হইবে এবং সত্য খোদার উপর ঈমান আনিতে হইবে। কারণ যদি প্রথম পদক্ষেপই ভুল হয়, এবং যদি কোন ব্যক্তি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন পক্ষী ভূচর বা গ্রহ কিংবা কোন মানুষের সন্তানকে খোদা সাব্যস্ত করিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপে যে সে সঠিক পথে চলিবে তাহার আশা কোথায়? সাচ্চা খোদা তাঁহার অন্বেষণকারীদের সাহায্য করেন। কিন্তু মৃত কি ভাবে মৃতকে সাহায্য করিবে? এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু অতি চমৎকার উপমা দিয়াছেন এবং তাহা এই:

له دعوة الحق - والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ
الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه - وما دعاء الكافرين
الا في ضلال ٥ (الرعد : ١٥)

অর্থাৎ "প্রার্থনার উপযুক্ত সাচ্চা খোদা তিনি, যিনি সর্বশক্তিমান। যে সকল লোকে তাঁহাকে ছাড়া অন্যদের আহ্বান করে, তাহারা ঐ সকল লোকদেরকে কোনও প্রত্যুত্তর দিতে পারে না। তাহাদের দৃষ্টান্ত যেন কেহ পানির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলে: পানি আমার মুখে এস, ইহাতে কি পানি তাহার মুখে প্রবেশ করিবে? কখনও না। সুতরাং যাহারা সাচ্চা খোদা সম্পর্কে বেখবর, তাহাদের সব দেওয়া বিফল।"

দ্বিতীয় উপায়: খোদাতায়ালার সেই রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, যাহা গুণের চরমত্ব হিসাবে তাঁহার মধ্যে বিরাজমান। কারণ সৌন্দর্য এমন এক জিনিষ, যাহার দিকে হৃদয় স্বতঃই আকৃষ্ট হয় এবং তদ্ দর্শনে স্বভাবতই প্রেমের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ মহান পরাৎপর স্রষ্টার সৌন্দর্য হইতেছে তাঁহার একত্ব, গৌরব ও গুণাবলী। যেমন, খোদা-তায়ালা কুরআনে বলেন :—

قل هو الله احد ٥ الله الصمد ٥ لم يلد - ولم يولد ٥ ولم يكن
له كفوا احد ٥ (الاخلاص : ١-٤)

অর্থাৎ "খোদা তাঁহার সত্তা গুণ ও মহিমায় অদ্বিতীয়। কেহ তাঁহার অংশীদার নহে, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী, অনুপরমানু পর্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে জীবন প্রাপ্ত হয়। তিনি সকল বস্তুর জন্য কল্যাণের উৎস এবং তিনি কাহারও কল্যাণে অভিষিক্ত নহেন। তিনি না কাহারও পুত্র, না কাহারও পিতা। তাহা সম্ভবই বা কিরূপে? কেননা তাঁহার কোনও সম-সত্তা নাই।" কুরআন বার বার খোদার কালাম উপস্থিত করিয়া এবং তাঁহার গৌরব ও মহিমা প্রদর্শন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে, দেখ! এহেন খোদাই হৃদয়-প্রিয় হয়েন, কোন মৃত, কমজোর, কম দয়াবান বা কম কুদরত ওয়ালা কেহ কাম্য হইতে পারে না।"

তৃতীয় উপায়, যাহা মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের সোপান, তাহা হইতেছে খোদাতায়লার অনুগ্রহের সহিত পরিচয়। কারণ দুইটি জিনিস প্রেমের প্রেরণা দেয়, যথা সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ। খোদা-তায়ালার অনুগ্রহ প্রকাশক গুণাবলীর সার কথা সুরাহ্ ফাতেহায় বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, তিনি বলেন :

الحمد لله رب العالمين ٥ الرحمن الرحيم ٥ مالك يوم الدين ٥
(الفاتحة : ١-٤)

কারণ সুস্পষ্টতঃ পূর্ণ অনুগ্রহ ইহাতেই নিহিত যে, খোদা-তায়ালা তাঁহার বান্দাগণকে একেবারে অনস্তিত্ব হইতে সৃষ্টি করেন। অতঃপর সদা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া যান এবং তিনি স্বয়ং প্রত্যেক বস্তুর আশ্রয়। তারপর, তাঁহার সর্বপ্রকার রহমত তাঁহার

বান্দাগণের জন্য প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার অনুগ্রহ সমাহীন ও অগণিত। এই প্রকার অনুগ্রহের কথা খোদা-তায়ালা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যেমন, আরও এক স্থানে বলেন :

وان تعدو نعمت الله لاتحصوها - (ابرهيم : ٣٥)

অর্থাৎ "তোমরা খোদা-তায়ালার নেয়ামত সমূহ গণনা করিতে চাহিলে, কখনও তাহা পারিবে না "

চতুর্থ উপায়, খোদা-তায়ালা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে 'দোওয়া' নির্ধারিত করিয়াছেন। যেমন, তিনি বলেন :

ادعونى استجب لكم (المؤمن : ٢١)

অর্থাৎ, "তোমরা দোওয়া কর, আমি কবুল করিব।" তিনি বার বার দোওয়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ আপন শক্তির দ্বারা নহে, বরং খোদাকে খোদার কুদরত দ্বারা লাভ করিতে পারে।

পঞ্চম উপায়, জীবনের মূল উদ্দেশ্য লাভের জন্য খোদা-তায়ালা মুজাহিদা নির্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, আপন ধন খোদার পথে ব্যয়ের দ্বারা, নিজ শক্তি খোদার পথে নিয়োগের দ্বারা, স্বীয় প্রাণ খোদার পথে উৎসর্গের দ্বারা এবং নিজ বুদ্ধি খোদার পথে পরিচালনার দ্বারা তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে। যেমন, তিনি বলেন :

جاهدوا باموالكم وانفسكم (التوبة : ٤١)
ومما رزقناهم ينفقون ٥ (البقرة : ٤)
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا - (العنكبوت : ٧٠)

অর্থাৎ,—"তোমাদের ধন, তোমাদের জান, তোমাদের আত্ম উহার যাবতীয় শক্তি সহ খোদার পথে উৎসর্গ কর এবং যাহা কিছু আমরা বুদ্ধি, জ্ঞান, বিচার শক্তি, নৈপুণ্য ইত্যাদি তোমাদিগকে দিয়াছি, তৎসমুদয়ই খোদার পথে নিয়োগ কর। যাহারা আমাদের পথে সর্ব প্রকার চেষ্টা করে, আমরা তাহাদিগকে আমাদের পথ সমূহ দেখাইয়া থাকি।" (ক্রমশঃ)

['ইসলামী নীতি-দর্শন", পৃঃ ১৪৯-৫৪]

দোওয়ার আবেদন

জনাব মোঃ হাফিজুদ্দীন মোস্তফা সাহেব (প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা) তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মোঃ নাজিমুদ্দীন মোস্তফা সাহেব কৃতিত্বের সহিত এম, এ (অর্থনীতি) পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সকল ভ্রাতা ভগ্নিগণের নিকট দোওয়ার দরখাস্ত করিতেছেন। পরীক্ষা ২৮/১২/৭৮ইং হইতে শুরু হইতেছে। আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার বাসনা পুর্ণ করুন। আমীন।

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৬ ইং রাবওয়া মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত এবং দ্রুত লিখন বিভাগের অধ্যক্ষ ইউসুফ সলীম সাহেব শাহেদ, এম, এ কর্তৃক সংকলিত—'আল-ফজল" ১/৬/৭৬ ইং]

—o—

"আহ্‌মদীয়া জামাতের এই আকিদা-এই ধর্মবিশ্বাস যে, কুরআন করীম কিয়ামত পর্যন্ত মানবের জন্য হেদায়েত, তথা জীবনবিধান। ইহার কোন একটি আলোক রশ্মিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে না।"

"কুরআনের ইরশাদ (পবিত্রবাণী): 'কুলিশ্‌হাদূ-বি-আন্না মুস্‌লিমুন'['বল: তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান'] অনুযায়ী আহ্‌মদীয়া জামাত এই ঘোষণা করিবার অধিকার রাখে যে, 'আমরা মুসলমান এবং খোদা-তায়ালার ফরমাবরদার—তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী'।"

"দুনিয়া আমাদিগকে যাহা চাহে, বলুক; কিন্তু 'মুসলমান' হওয়ার সব আলামত, যাবতীয় লক্ষণ খোদা-তায়ালার অপার অনুগ্রহে আমাদের মধ্যে দেদীপ্যমান।"

"খোদা করুন, জামাতের সকলেই যেন ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামের সারসত্ত্বা উপলব্ধি করে এবং তদনুযায়ী কর্ম করে।"

—o—

'তাশাহুদ, তায়াউয্‌ এবং সুরাহ ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইয়েদাহুল্লাহু-তায়ালা) 'তিলাওৎ' করিলেন:

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا تعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ط فان تولو فقولوا اشهدو بانا مسلمون ٥ (ال عمران : ٦٥) *

---

* ["এমন একটি বিষয়ের দিকে ত আইস, যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান (এবং তাহা এই) যে, আমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত' না করি এবং কোন বস্তুকেই তাঁহার শরীক নির্ধারণ না করি এবং আমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া পরস্পর একে অন্যকে প্রভু ও প্রতিপালক ('রাব্ব্‌') না বানাই। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তাহাদিগকে বল: তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা হে (খোদার) আজ্ঞাবহ (মুসলমান)।" —'আলে-ইমরান,' ৬৫ আয়াত, 'তফসীর সগীর'। —অনুবাদক]

অতঃপর, উপরে উদ্ধৃত আয়াত তেলাওয়াতের পর হুজুর (আইঃ) ফরমাইলেন:—

এই আয়াতে করীমার তফসীর করিতে যাইয়া হযরত মসীহে মওউদ আলাইহেস্‌সালাম বলেন:—

"কুরআন করীমের 'দ্বিতীয় কামাল' হইল কামালে-তফ্‌হীম' (অন্যকে পুরাপুরি বুঝানোর বিশেষত্ব —অনুবাদক)। অর্থাৎ, ইহা ঐ সমস্ত পথ বুঝানোর জন্য অবলম্বন করিয়াছে,

যাহা ধারণায় আসিতে পারে। সাধারণ ব্যক্তি তাহার স্থূল বুদ্ধি অনুযায়ী তদ্বারা উপকৃত হয় এবং দার্শনিক তাঁহার সূক্ষ্ম ধারণানুযায়ী তাহা হইতে নানা সত্য প্রাপ্ত হয়েন। ইহা ইমানের যাবতীয় মূল-সূত্র যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছে এবং 'তায়ালু ইলা কালিমাতিন' আয়াতে কিতাবধারীদের উদ্দেশ্যে এই চরম যুক্তি (বা 'হুজ্জৎ') দিয়াছে যে, ইসলাম হইল সেই পূর্ণ ধর্ম যাহা তোমাদের মধ্যকার এবং সমগ্র জগদ্বাসীর মধ্যকার যাবতীয় মত বৈষম্য, অনৈক্য ও বিরোধের বহিষ্কৃতিক্রমে যাহা থাকে।"

('তফসীরে সুরাহ আলে-ইমরান'. ১২৪ পৃঃ)

এই আয়াত করীমায় অনেক, অনেক কথার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। একটি এই যে, কুরআন করীম কিয়ামত পর্যন্ত নিয়া হেদায়েত-নামা, তথা ধর্মপথ প্রদর্শন গ্রন্থ। আমরা যাহারা আহমদীয়া জামাত সম্পৃক্ত, আমাদের এই 'আকিদা' —আমাদের ধর্মবিশ্বাস এই যে, কুরআন করীমের কোনও একটি আয়াত, বা কোনও একটি শব্দ, বা কোনও একটি অক্ষর, বাকোনও একটি 'জের, জবর' তথাকথিত 'মনসুখ' (বা রহিত) হইতে পারে না। আহমদীয়া জামাতের এই মযহব ও আকিদা যে, যে 'রূপে' কুরআন করীম হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছিল, সেই অকৃতিতেই কোনো 'রদ-বদল ছাড়া ইহা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং স্বীয় সেই মৌলিক ও প্রকৃত আকারে কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে।

প্রশ্ন পয়দা হয়, 'কুল্' ('বল', 'কহ') শব্দ দ্বারা অভিভাষণ কাহাকে করা হইয়াছে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা দ্বারা প্রথমে তো স্বয়ং রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু ইহা কিয়ামত পর্যন্ত নিয়া হেদায়াত বাহক এ কারণে এই হুকুম শুধু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নহে,—যেহেতু যদি এই হইত, তবে তাঁহার (সাঃ) পরলোক গমনের পর এই আয়াতকে বা এই হুকুমকে যাহা 'কুল', (قل 'কহ') দ্বারা করা হইয়াছে লোকে ইহাকে "মনসুখ" (বা রহিত) বলিয়া মনে করিত। প্রকৃতপক্ষে, ইহাতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক অনুবর্তীকে বলা হইয়াছে যে, সে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী কিতাবীদিগকে আহ্বান করে। সুতরাং, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যেমন এই ফরয ছিল যে, তিনি (সাঃ) এই আয়াতের আলোকে কিতাবধারীদিগকে আহ্বান করেন এবং তিনি (সাঃ) যেমন তাঁহার জীবনে সর্বোৎকৃষ্টরূপে তাহা পালন করিয়াছেন, তেমনি প্রত্যেক সাচ্চা মুসলমান যে, খোদা-তায়ালার উপর ঈমান আনে এবং কুরআন করীমকে চিরকালের জন্য হেদায়েত ও শরীয়ত (ধর্ম ব্যবস্থা) মনে করে, তাহার উপর এই ফরয যে, সে এই হুকুম অনুযায়ী 'আহ্‌লে-কেতাব', তথা ধর্মগ্রন্থধারীদিগকে ইসলামের দিকে—এখানে যেরূপ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ আহ্বান করে।

দ্বিতীয়, যে কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে, তাহা এই যে—হযরত মসীহে মওউদ আলাইহেস সালাম হইতে গৃহীত ক্ষুদ্র উদ্ধৃতিটির যে ইশারা, তাহাই মাত্র আমি খোলিয়া ধরিব—কুরআন করীম 'সৃষ্টি-কর্তার একত্ব ['তৌহিদ-বারী-তায়ালা] সম্বন্ধে মহা শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ দিয়াছে এবং জানাইয়াছে যে, সকল ধর্মই তৌহীদ কায়েম করিবার জন্য আসিয়াছিল এবং 'তায়ালু ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম' ['এমন একটি বিষয়ের দিকে ত আইস, যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান'] —শুধু একটা আহ্বানই মাত্র নহে। কারণ, খৃষ্টানদের মধ্যেই এরূপ কতক লোক আছে, যাহারা ত্রিত্ববাদ মানে এবং তাহাদের প্রতি বাহ্যতঃ "আইস এমন একটি বিষয়ের দিকে যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান" ('তায়ালু ইলালা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ও বাইনাকুম') আপাতিক দৃষ্টিতে খাটে না এবং 'আহ্‌লে কেতাব' বা কিতাবীদের মধ্যে ইহুদীদের কতক লোক আছে, যাহারা 'আর্বাবাম্ মিন-দুনিল্লাহে' 'আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু দল') তৈরী করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের প্রাচীনদিগকে প্রায় খোদার স্থান দিয়াছিল। এরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলিতেও 'তায়ালু ইলা সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম, অর্থ 'নউযুবিল্লাহ' ('আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় লই') এই নেওয়া যাইতে পারে না যে, মুসলমানগণও 'আর্বাবম্-দুনিল্লাহ' বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ, অর্থ এই যে, কুরআন করীম এই কথা প্রমাণের জন্য এত সব শাস্ত্রীয় ও যৌক্তিক প্রমাণ দিয়াছে যে, খোদা-তায়ালা ছাড়া কিতাবীদের কোন সম্প্রদায় যদি কাহাকেও খোদার স্থান দেয়, বা খোদা বানায়, বা খোদার পুত্র বানায়, তবে কুরআন করীম এই কথার দায়িত্ব নিতেছে এবং কুরআন করীমের শরীয়ত এই দায়িত্ব অত্যুৎকৃষ্টরূপে নির্বাহ করিয়াছে এবং প্রমাণিত করিয়াছে যে, 'আর্বাবাম মিন-দুনিল্লাহ' ('আল্লাহ ছাড়া প্রভু') বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত। সেইরূপ, ত্রিত্ববাদ-বিশ্বাসী সম্বোধিত খৃষ্টানের নিকটও ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, ত্রিত্ববাদ আকিদা ভ্রান্ত।

খোদা হইতেছেন এক, 'ওয়াহেদ ইয়াগানা' এবং হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস্-সালাম এই যে ধর্মমত বৈষম্য বাহুল্যের কথা উপরোক্ত উধৃতিতে বলিয়াছেন, তাহা হইল সেই 'বৈষম্য বহুলতা' বা ভ্রান্ত কথা, যাহা মানুষ তাহাদের ধর্মে শামিল করিয়াছে। কিন্তু ইসলাম বলিয়াছে যে, জগদ্বাসীর নিকট এই কথা প্রমাণিত করিবে যে, ইহুদী খৃষ্টান এবং এইরূপ অন্য সব ধর্মাবলম্বী যাহাদের নিকট ধর্মপুস্তক অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারা তাহাতে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের অকৃতি বিকৃক করিয়াছিল। ফলে, তাহারা তৌহীদ হইতে বিচ্যুত। কেহ অধিক বিচ্যুত, কেহ অল্প। কিন্তু যাহারা বিচ্যুত হইয়াছে, তাহারা ত বিচ্যুত।

কুরআন করীম এই আয়াতে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে যে, প্রমাণত করিবে তৌহীদ "সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম" ('আমাদের মধ্যে এবং তোমাদেরমধ্যে সমান') প্রত্যেক নবী তৌহিদ' (একত্ববাদ) কায়েম করিবার জন্যই আগমন করেন এবং ইহা এক এরূপ বিষয় যে, আপাতিক মত-বিরোধ সত্ত্বেও আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন

মত-বৈষম্য নাই। কুরআন করীম বলে যে, স্পষ্ট, অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিবে : 'হে আহলে কেতাব, ধর্মগ্রন্থধারী! তোমরা ভ্রান্ত পথে আছ।' এস্থলে, অন্য সব বিষয় তো পরবর্তী কথা। কিন্তু তবলীগ এখান হইতে শুরু করিয়াছে যে, এ বিষয়ে তোমাদের এবং আমাদের একমত হইতে হইবে এবং আমরা তোমাদিগকে প্রমাণ দিব। বস্তুতঃ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিশ্ব-বাসীর হাতে কুরআন করীম দিয়া মহা শক্তিশালী যুক্তি দ্বারা এই প্রমাণ করিলেন যে, 'অর্বাবাম মিন-দুনিল্লাহ' ('আল্লাহ্ ছাড়িয়া প্রভু বা 'রাব্ব' সমূহের) আকিদা সত্য নয় এবং ত্রিত্ববাদ অর্থাৎ এক এবং দুই এবং তিন খোদা ('এক তিন এবং তিন এক') বিশ্বাসও সত্য নয়। এই সবই অযৌক্তিক। মানবস্বভাব বিরুদ্ধ এবং বিবেকের বিরোধী। শাব্দিক রূপে সব আকাশ বাণী বা প্রত্যাদিষ্ট পুস্তকের কিছু অংশ সংরক্ষিত। সবই তো বদলায় না ঐ সব ধর্মাবলম্বী; যাহাদিগকে আমরা 'আহ্লে কেতাব', 'কিতাবী' বা কিতাবধারী বলি। (অধর্ম কুধর্ম বলিয়া পরিচিত কোনো কোনো ধর্ম আছে। উহাদের অনুসারীকে আমরা উহাদের বিবেকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিব)। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, লক্ষ্য করিবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কুরআন করীম হেন মহান কিতাব আমাদের হাতে দিয়া, ইহার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিয়া দুনিয়ার নিকট প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সত্যই এই কথা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে 'সমান সাধারণ' (অবিসম্বাদিত এক) যে, الا نعبد الا الله

—আমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো ইবাদত না করি। আমরা শুধু 'ওয়াহেদ ইয়াগানা একই খোদার উপাসক। ইহা হইল মৌলিক সমান আকিদা। ইহা ছাড়া ধর্ম কিছুই নয়। খোদা না থাকিলে ধর্ম বলিতে কিছুই থাকে না। মানব বুদ্ধির কল্পনা মাত্র থাকে। শুধু এই টুকুই যদি খোদা আছেন এবং নিশ্চিতই তিনি আছেন, তবে তিনি মাত্র এক। বাকী সব ধর্মবিশ্বাস মনের সংশয়, বিকৃত কল্পনা, ভ্রান্ত ও অসার। কুরআন করীম ঐগুলির ভ্রান্তি প্রমাণিত করিয়াছে। এজন্য আমি বলিয়াছি যে, ('কহ', 'বল')-কে আমরা রহিত বা মনসুখ বলিয়া জানি না। আমরা আহ্মদীগণ বলি যে, কুরআন করীমে, কোন শব্দ মনসুখ বা রহিত নয়। চৌদ্দ শ' বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আজিও কুরআন করীম প্রত্যেকের কর্ণ কুহরে বলিয়া দিতেছে :

"কুল ইয়া আহলাল-কেতাব, তায়ালু ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম।" অর্থাৎ, "বল : আইস, হে সব কেতাবধারী অন্ততঃ একটি বিষয়ের দিকে, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান সাধারণ"

সুতরাং, যখন আমরা এই প্রেক্ষিতে মুহাম্মদীয় উম্মতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন প্রথম দিন হইতে আমরা দেখিতে পাই 'মুকার্রাবীনে ইলাহী', তথা ঐশী নৈকট্য প্রাপ্তগণের একটি দল, যাঁহারা কুরআন করীমের জ্ঞান ও ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী আল্লাহ্-তায়ালার তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কোনো ধর্মের মোকাবিলা তাঁহারা কখনো এই

অমূলক ধারণার উৎপত্তি হওয়ার যে, কুরআন করীম নিজেও মূলভিত্তি হিসাবে এবং অন্য ধর্মের মোকাবিলাও অকৃত্রিম তৌহিদ প্রতিপাদন করে না। কিন্তু আলোচনাধীন আয়াতে আহ্‌লে-কিতাবের মোকাবেলা কুরআন করীমের এই শক্তি এবং ইহার এই সব যুক্তি ও প্রমাণ অঙ্গুলী নির্দেশরূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কুরআন করীম খাঁটি তৌহিদ কয়েম করে।

সুতরাং, মুখলিস ও মুকর্রবগণের দল মুহাম্মদী উম্মতে প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি পয়দা হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বস্তুতঃ কুরআন করীমের কোন শব্দ "মনসুখ" বা 'রহিত' নয়। শুধু ইহাই নয়। ইহা সম্বোধন করিয়াছে এবং সম্বোধনের পাত্র কেও ছিল না। তবে কি নভো ও বায়ুমণ্ডলের প্রতি অভিভাষণ নহে? বস্তুতঃ প্রত্যেক সাচ্চা মুসলমানকে ইহা সম্বোধন করিতেছে। প্রত্যেক সত্যিকার মুসলমানের এই দায়িত্ব রহিয়াছে যে, সে খৃষ্টান ও ইহুদীকে স্বীকার করিতে দেয় যে 'ওয়াহেদ-ইয়াগনা, এক অদ্বিতীয় খোদার ধারণা আমাদের মধ্যে কতকটা 'সমান, সাধারণ' এবং এই যে,

—"আল্‌লা নায়বুদু ইল্লাল্লাহ ওয়ালা নুশরেকু বিহি শাইয়া ওঁ ওয়ালা ইয়াত্তাখেযা বায়যুনা বায়যান আর্‌বাবান মিন্‌ দুনিল্লাহ" ইহাতে তিনটি কথা বলা হইয়াছে। এক. কুরআন করীমে 'কুল' (কহ, বল) দ্বারা কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে? কুরআন করীম আল্লাহ্‌-তায়ালার 'মহবুব' (প্রিয়) 'মুতাহার' (উত্তমরূপে পবিত্রতা লব্ধ) ব্যক্তিগণকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা আহ্বান জানান: 'ইয়া আহলায্‌ কিতাবে, তায়ায়ু ইলা কাফিমাতিন সাওয়াইম্‌ বাইনানাও বাইনাকুম" ['আইস, হে কিতাবী, কিতাবধারী অন্ততঃ এই কথার দিকে, যাহা আমাদের মধ্যেও এবং তোমাদের মধ্যেও সমান সাধারণ] কিন্তু যদি কোনো "ওলি উল্লাহ" (আল্লাহের বন্ধু)-ই নাই এবং এই قل (কুল)-এর সম্ভাবিত কেহই নাই, তবে সম্বোধন কাহাকে করা হইয়াছে, যে অবস্থায় নাকি কুরআন করীমের তো কোনো শব্দই 'মনসুখ' (রহিত) হইতে পারে না। এজন্য কুরআন করীমের সম্ভাসিত যেই হউক কুরআন করীম বলে যে, আহলে-কিতাবকে বল এবং তাহাদিগকে এই কথার দাওয়াৎ দাও যে—'তায়ালু ইলা কালিমাতিন্‌ সাওয়াইম বাইনা ওয়াবাউনাকুম" (আইস, এই কথার দিকে যাহা সমান, সাধারণ আমাদের মধ্যেও তোমাদের মধ্যে)। তায়ালু (تعالوا "আইস") এদিকেও অঙ্গুলী সংকেত করিতেছে যে, আমাদের 'দায়িত্ব" হইল আমরা এই প্রতিপন্ন করি যে, নিখুত, খালিস' তৌহিদের বিরুদ্ধে লোকের যে সব ধারণা, তাহা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও মানব প্রাকৃতি বিরুদ্ধ। বরং, তাহাদের ধর্ম-পুস্তকের বিরুদ্ধ। কারণ তাহাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার নিশানদেহী ইসলাম করিয়াছে। অতঃপর, মুহাম্মদী-উম্মত-ভর্তি ঐ সব পূর্ণ শুদ্ধ মুতাহহর দল, যাঁহারা প্রত্যেক জামানায়, প্রত্যেক, জাতিতে দেশে দেশে শহরে শহরে জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা এই যোগ্যতা রাখিতেন যে, কুরআন করীম তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ পূর্বক বলে যে, তোমাদিগকে বলিতেছি, "যাও তোমরা। খৃষ্টান, ইহুদী এবং অন্য কিতাবীদিগকে আহ্বান কর এবং তাহাদিগকে এক বাক্যের উপর একত্রীভূত কর, যাহা আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে কতকটা সমান সাধারণ রূপ সমন্বিত। ইত্যাবস্থায়, যে ব্যক্তি ত্রিত্ববাদ পোষণ করে, বলিবে যে, কোথায় কতকটা সমান সাধারণ?

আমি এই তত্বটি পুনরায় বলিতেছি। তোমাদের ছোটরাও যেন বুঝে। খৃষ্টানদের ঐ সম্প্রদায়—যাহারা বলে যে, খোদা তিন, তাহারা এই আয়াতে উপনীত হইলে বলিবে যে, ত্রিত্ববাদী তিন ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা তো ইহাকে সমান, সাধারণ মনে করে না। এই যে আছে, 'আল্-লা-নায়বুদা ইল্লাল্লাহ্'—"যে আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও উপসনা করি না"। সুতরাং, ইহাতে এই শিখান হইয়াছে যে, ইহা মুহাম্মদী উম্মতের উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ চিত্ত মুতাহরগণের কর্তব্য। এবং তাঁহাদিগকে আল্লাহ্-তায়ালা যোগ্যতা দিয়াছেন যেন ইহা প্রমাণ যে, সত্যই এই কথা সমান সাধারণ—প্রমাণ করেন বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা, প্রমাণ করেন, উহাদেরই পুস্তক সমূহের বরাতে। চৌদ শত বর্ষ ব্যাপী মুহাম্মদী উম্মত তাহাদের ইতিহাসের রাজপথে চলিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ এরূপ দেখা যায়, যাঁহারা এবিষয়ে যোগ্যতা রাখিতেন। তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, قُل 'কুল'—'বল' শব্দ এমনি ব্যবহৃত হয় নাই। বরং, ইহার দ্বারা সম্বোধন যাঁহাদিগকে করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে খোদা-তায়ালা সর্বদা মজুত রাখিয়াছেন। যদি এই সত্বেও লোকে ঐ সব যুক্তি প্রমাণ না মানে এবং স্বীয় প্রকৃতি-সিদ্ধ বোধ শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে প্রস্তুত এবং 'এক, ওয়াহেদ, ইয়াগানা' খোদার অস্তিত্ব প্রমাণার্থ অন্য যে সমস্ত নিদর্শনের প্রয়োজন দর্শন করিয়াও দর্শন করে না? তবে—শুধু আক্‌লী দলীল, যৌক্তিক বিচারই যথেষ্ট নহে। বরং, আমাদের খোদা, জীবিত খোদা। তিনি তাঁহার অস্তিব প্রমাণ আসমানী নিদর্শন সমূহের দ্বারা মোহরযুক্ত করেন। তাঁহার জিয়ন্ত, জ্বলন্ত ক্ষমতা মানুষের সামনে পেশ করেন এবং মানুষ বাধ্য হয় স্বীকার করিতে যে, সত্যই খোদা-তায়ালা আছেন। কারণ তিনি তাঁহার অস্তিত্বের নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। গণনাতীত ঐ সব আসমানী নিদর্শন, যাহা 'মুহাম্মদীয় উম্মত' মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তোফেলে প্রাপ্ত হইয়াছে। আদৌ ঐগুলি গণনা করা যায় না। আমি কোনো অত্যুক্তি করিতেছি না। বাস্তবিক, গণনা অসাধ্য এবং গণনার প্রয়োজন নাই। পয়সা পয়সা হিসাবে জমায় যে ব্যক্তি, সে গণনা করে। সে গণতি করে তাহার ধন এবং বলে যে, তাহার দশ হাজার টাকা হইয়াছে, পঞ্চাশ হাজার টাকা হইয়াছে, দশ লক্ষ বা এক কোটি বা পাঁচ কোটি টাকা হইয়াছে। অন্য কথায়, সে তাহার অর্থ গণনা করে। সেইরূপ, যাহারা কুয়া হইতে পানি উঠায়া মাথার উপরে ঘড়া গাগরা বহন করিয়া আনে (কোন কোন এলাকার চাষী নরনারী যেমন কুয়া হইতে পানি বহণ করিয়া বাড়ীতে নিয়া যায়) তাহাদের গৃহে হিসাব হয়, পানি কয় ঘড়া—তিন, কি চার। কোনো কোন সময় মা সন্তানদিগকে বলেন, "দেখ, পানি অল্প রহিয়াছে। পানি আনিতে বিলম্ব আছে। সাবধানে ব্যবহার করিবে।" কিন্তু যে ব্যক্তি পাহাড়ের স্বচ্ছ, নির্মল ঝরণার পাশে বসা, তাহার তো পানির হিসাব নাই। কারণ, সে ঘড়ায় পানি সামলাইয়া রাখে না সব সময় বরফের মত ঠাণ্ডা পানি সম্পূর্ণ নির্মল ও স্বচ্ছ স্বতঃ পায়।

বস্তুতঃ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্-তায়ালার 'কুর্ব' (নৈকট্য) প্রাপ্ত হয়, [আমি এখন জামাতকে বলিতেছি] তাহার নিকট খোদা-তায়ালার নিদর্শন সমূহ আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় দিব্য।

আবার, কুরআন বলে, বৃষ্টির বিন্দু গণনা সম্ভবপর, কিন্তু খোদার অনুগ্রহ, তাঁহার ফজল ও রহমতের বৃষ্টি ধারা গণনাতীত। বৃষ্টি বিন্দুও কোথায় গণা যায়? কিন্তু উহা তো একটা জড় সম্পর্কীয় অনুগ্রহ—ফযল, রহমত। রুহানী, অধ্যাত্মিক যে অনুগ্রহ, যে ফজল বর্ষণ হয়, তাহা কেহ গণনা করিতে পারে না।

বস্তুতঃ, খোদা-তায়ালা তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁহার শক্তিমান হস্ত পরিচালনা দ্বারা মোহর যুক্ত করেন। তিনি এমন মহান 'মুজেযা' প্রদর্শন করেন যে, জগৎ তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে, কম্যুনিজামকে নেও এবং খোদার শান, তাঁহার মহিমা দেখ। তখনো লেলীন কার্যতঃ কোন পদক্ষেপ করেন নাই। ('থিওরী' অন্য জিনিষ)। কিন্তু তখনো কোনো দেশ কম্যুনিষ্ট হয় নাই এবং লেলিন তাঁহার সাথীদের নিয়া এক দিন মাথা জোড় দিয়া প্রোগ্রাম রচনা করিবার ছিলেন যে, রাশিয়ায় বিপ্লবাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। বস্তুতঃ, যেদিন লেলীন আরো সব মস্তিষ্ক সম্মিলিত করিলেন, এবং সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, উহার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে হযরত মসীহে মওউদ আলাইহেস সালামকে আল্লাহ্-তায়ালার তরফ হইতে জানান হইল যে, রাশিয়ায় এক মহা-বিপ্লব ঘটিবে।

একবার, এক কম্যুনিষ্ট বৈজ্ঞানিক পাকিস্তানে আসেন। তিনি তালিমুল ইসলাম কলেজের দিক হইতে দাওত কবুল করিলেন এবং এখানে বক্তৃতাও করিলেন। তখন আমি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমি তাঁহার কর্নে এই কথা দিলাম। কারণ, আমি জানি যে, নাস্তিকের মস্তিষ্কে খোদা-তায়ালার কুদরতের মহা নিদর্শনাবলী অনেক কাজ করে। পার্থিব দিক দিয়া তাহাদের মস্তিষ্ক যতই ভাল হউক, কিন্তু ঐশী নিদর্শনাবলীকে তাহারা Explain করিতে পারে না এবং ঐগুলির কারণ বলিতে পারে না। বস্তুতঃ, যখন তাঁহাকে এই কথা বলিলাম যে, তাঁহাদের জানা ছিল না যে, রাশিয়ায় কি ঘটিবে, আমরা জানিতাম জমাত হিসাবে। কারণ সুমহান সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার মহামান্য প্রতিষ্ঠাতা আহ্‌মদীয়া জামাতকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, রাশিয়ায় এক মহা-বিপ্লব সৃষ্টি হইবে এবং রাশিয়ায় জারের শাসন ক্ষমতার অবসান হইবে। তিনি যখন এই কথা শোনিলেন, তখন তাঁহার মানসিক অবস্থার উপর ইহা এতই ক্রিয়া করিল যে, আপনারা তাহা আন্দাজ করিতে পারেন না।

বস্তুতঃ, খোদা-তায়ালার একত্ব, তাঁহার 'ওয়াহ্‌দানিয়ৎ' সম্পর্কে এক জন মুসলমানের হাতে মহাশক্তিশালী যৌক্তিক প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। মানব মস্তিষ্ক যতই ভ্রান্ত হউক, তাহার মোকাবিলা করিতে পারে না। তেমনি, খোদা-তায়ালার তৌহীদ প্রতিপাদিত করিবার জন্য আকাশীয় নিদর্শনও উম্মতের মুকার্রাবীনকে এবং উম্মতের পবিত্রাত্মা মুতাহ্‌হারীনদিগকে দিয়াছেন এবং মুসলমানগণের মেধা, বুঝবার ক্ষমতা ও ধারণাশক্তি খোলিয়া দেন। প্রথম দিন হইতে ইহা ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

এখন তো কোনো কোনো লোক বলে যে, এখন তো আসমানী নিদর্শনাবলীর প্রয়োজন নাই। বুদ্ধি বলেই সমস্যাবলীর সমাধান করিবে। ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি

তাহাদের কথা বলিতেছি না। আমি তো তোমাদের কথা বলিতেছি। আহ্‌মদীয়া জামাতের কথা বলিতেছি। আমরা ইহা বলি এবং এরূপ বলা আমাদের কোনো গুণে নয়। ইহা শুধু আল্লাহ্‌-তায়ালার ফজল। তিনি তাঁহার তৌহীদ প্রতিপন্ন, প্রমাণিত করিবার জন্য এবং ইসলামের সত্যতা বিশ্ব-বাসীর নিকট প্রকাশার্থ এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য, তাঁহার আজমত মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উম্মতে মুসলিমার মধ্য হইতে এই দলকে—যাঁহারা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শেষ সীমানার সম্মান করেন, আল্লাহ্‌-তায়ালা আসমানী নিদর্শন প্রদান করেন, যাহাতে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আজমত, মহাত্ম্য এবং ইসলামের সত্যতা বিশ্বের নিকট প্রমাণিত হয়।

তারপর, আল্লাহ্‌-তায়ালা বলেন, যদি আহ্‌লে কিতাব, কিতাবী, কিতাবীধারীগণ এই সমুদয় আকাশ নিদর্শন সত্বেও এই কথার দিকে এবং সেই সত্যের দিকে না আসে, যাহা একজন মুসলমান এবং একজন অমুসলমান আহলে-কিতাবের মধ্যে সমান সাধারণ এবং উহা এই যে, "আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহারো উপাসনা (ইবাদত) করিব না এবং কাহাকেও তাঁহার শরীক বা অংশী নির্ধারণ করিব না এবং আল্লাহ্‌ ছাড়িয়া পরস্পর একে অন্যকে 'রাব্ব্‌'—স্রষ্টা, পালনকর্তা প্রভু বানাইব না—"ফা-ইন তাওয়াল্লাও"—তবু তাহারা বিমুখ হয় এবং খোদা ছাড়া আরো উপাস্য আরাধ্য 'মাবুদ' বানায় এবং শিরেক' আরম্ভ করে, তবে—'ফা-কুলুশ্‌হাদু"। ইত্যাবস্থায়, মুসলমানগণের প্রতি আদেশ এই যে, তাহারা সেই আহ্‌লে-কিতাব, কিতাবী, কিতাবধারীদিগকে বলিবে যে, তোমরা সাক্ষী থাক যে, 'বি আন্না মুসলেমুন'—আমরা মুসলমান। আমরা খোদা-তায়ালার পুরা আজ্ঞাবহ, কামেল ফরমারদার, সম্পূর্ণ অনুগত। আমরা 'এক-ওয়াহেদ-ইয়াগণা খোদার' উপাসনা করি।

সুতরাং, আহ্‌মদীয়া জমাতের জনগণ যখন খোদা-তায়ালার এই সকল অনুগ্রহ রাশি দর্শন, কুরআন করীম হৃদয়ঙ্গম এবং নিছক যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় কিতাবী প্রমাণ সমূহ—অপিচ, আসমানী আলোর চাদরে ভর্তি আসমানী নিদর্শনাবলী দুনিয়ার সামনে ধরিবে এবং এইরূপে খোদা-তায়ালার তৌহিদ, ইসলামের সত্যতা এবং মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহাত্ম্য, মহিমা এবং তাঁহার আজমত কায়েম ও প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা প্রদর্শনের পরেও যদি দুনিয়া তাহাদিগকে মুসলমান মনে না করে, তবে ইহা তাহাদের খুশি। আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রতি আদেশ হইল: 'ফা-কুলুশ্‌হাদু'—এই সব লোককে বলিবে যে, তোমরা সাক্ষী থাক। আমরা ঘোষণা করিতেছি, "বি আন্না মুসলেমুন"—আমরা মুসলমান।

এজন্য আমি বলি, আহ্‌মদীয়া জামাত খোদা-তায়ালার এই আদেশের অধীনে ঐ সব যাবতীয় বিষয় সমন্বয়ে আজ এই ঘোষণা করিতেছে যে, আমরা কুরআন করীমের এই আয়াত অনুযায়ী মুসলমান। আমরা জগদ্বাসীর সম্মুখে এই ঘোষণা করিবার অধিকারী যে, আমরা মুসলমান। কারণ, আমরা খোদা-তায়ালার ফরমবার্দার—আমরা খোদা-তায়ালার সম্পূর্ণ অনুগত

আমরা পূর্ণানুগত না হইলে, খোদা-তায়ালার পিয়ার, তাঁহার রেজা (সন্তুষ্টি) কেমনে লাভ করিতাম? খোদার তৌহীদ বিশ্বে কায়েমের যোগ্য কোথায় হইত? এজন্য জগদ্বাসী অবশ্য বলুক যে, আহ্‌মদী মুসলমান নয় ইহা তাহাদের মর্জি। কাহারো উপর বল প্রয়োগ তো করা যায় না। কিন্তু কুরআন করীমের এই আয়াত প্রত্যেক আহ্‌মদীকে এই বলিতেছে যে, তোমরা পৃথিবীময় ঘোষণা কর এবং জগদ্বাসীকে সম্বোধন পূর্বক বল: তোমরা সাক্ষী থাক যে, যেসব আলামত মুসলমানের থাকা উচিত, ঐ সবই আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা মুসলমান।

সুতরাং, আল্লাহ্-তায়ালার সমীপে বন্ধুগণের দোওয়ায় রত থাকিতে হইবে, যেন তিনি জামাত আহ্‌মদীয়াকে তাহাদের সামূহিক জীবনেও এবং জামাতের জনগণের স্ব স্ব ব্যক্তিগত জীবনেও সামর্থ দান করিতে থাকেন। তাহারা 'ইসলামের রূহ্' সার-সত্তার বোধ সম্পন্ন হয়। খোদা-তায়ালার প্রকৃত খাঁটি প্রেমিক হয়। ইসলামের সত্যতা সব দিক দিয়া প্রকাশ পূর্বক উহাকে এক জীবন্ত সত্য জ্ঞান করে। বক্ষে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেম যেন সমুদ্র তরঙ্গবৎ সদা উত্থিত হয় এবং কখনো খোদা-তায়ালা হইতে দূরে থাকার দুর্ভাগ্য তাহাদের না হয়। বরং, সর্বদা খোদা-তায়ালার প্রেমের ঝলক দর্শন করে, সামূহিক-রূপেও ব্যক্তিগতভাবেও। খোদা করুন এরূপই হয়।

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

রাবওয়া যাত্রা

রাবওয়ায় জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বসালনা জলসা

২৬শে ২৭শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর ৭৮

যোগদান উপলক্ষে

ঢাকা হইতে বাংলাদেশ আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়ার মুহতরম আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব ঢাকা হইতে ১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার বিমান যোগে করাচি রওয়ানা হন। তাঁহার সঙ্গে জাফরুল্লাহ সিকদার সাহেবও যাত্রা করেন। এতদুপলক্ষে ২২শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, মুকর্রম মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরব্বী সেলসেলা আহ্‌মদীয়া মকীম ঢাকা, ঢাকা বিমান কেন্দ্র হইতে করাচি হইয়া যাত্রা করেন।

ভিসা না পাওয়ায় তাঁহার বিবি মিসেস নাসিরা বেগম এবং কন্যা ও পুত্র রওয়ানা হইতে পারেন নাই।

ভিসা না পাওয়ায় অধ্যাপক আব্দুল লতীফ খাঁন সাহেব হাজী আসমতুল্লা কলেজ), যাত্রা করিতে পারেন নাই।

২৩শে ডিসেম্বর, শনিবার, সস্ত্রীক গোলাম আহ্‌মদ খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট জামাত আহ্‌মদীয়া চট্টগ্রাম ও তাঁহার শালক আতা-ইলাহী সাহেব ঢাকা হইতে বিমান যোগে বোম্বে হইয়া রাবওয়া যাত্রা করেন। আমীর সাহেব আল্লাহ্-তায়ালার ফযলে সুস্থ। জমাতকে সালাম জানাইয়াছেন এবং দোওয়া করিতে বলিয়াছেন। সব সংবাদ এখনো পাওয়া যায় নাই। আগামী সংখ্যায়, ইনশাআল্লাহ্, জলসার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইবে।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনে অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীল তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor